তারিখ 26 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

পাঠ্যবইয়ের ভুলে শাস্তির সুপারিশ সংসদীয় কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য দায়ীদের শুধু দপ্তরবদল বা বদলি নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সুপারিশ করেছে এ বিষয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত বইয়ে কীভাবে এসব ভুল হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এতে শামসুল হক চৌধুরীকে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। এ ছাড়া সদস্য করা হয়েছে আলী আজম ও মোহাম্মদ ইলিয়াছকে।

বৈঠক শেষে সংসদীয় কমিটির সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন সাংবাদিকদের বলেন, পাঠ্যপুস্তকে যেসব ভুল বা অসঙ্গতি রয়েছে, তা গণমাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে উঠে এসেছে। তাই মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে মাঠপর্যায় থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হয়েছে। দেশের সব জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে চিঠি দিতে বলা হয়েছে। তারা পাঠ্যপুস্তকের ভুল ও অসঙ্গতিগুলো সমন্বিত আকারে কেন্দ্রে পাঠাবেন। তিনি বলেন, কমিটি মনে করে, ওই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বদলি করে বা দপ্তর পরিবর্তন করে লোক দেখানো শাস্তি দিয়ে এ ক্ষেত্রে পার পাওয়ার সুযোগ নেই। এ সময় প্রাথমিকের জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড গঠনের পাশাপাশি এনসিটিবির আদলে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলারও সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বছরের প্রথম দিন ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ শিক্ষার্থীর হাতে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ তুলে দেয় সরকার। নতুন এসব বইয়ে বিভিন্ন ভুল ধরে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ ঘটনায় ১০ জানুয়ারি এনসিটিবির ডিজাইনার সুজাউল আবেদিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। গতকালের বৈঠকে শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য তিন সদস্যের সাব-কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইনকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন মো. নজরুল ইসলাম বাবু ও মো. আবুল কালাম।